ISSN 2277-8942

পঠিঠা

(সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা)

Paitha

(A Socio-Cultural and Literary Peer Reviewed Research Journal)

দশম-একাদশ বর্ষ
যুগ্ম সংখ্যা
২০১৯-২০২০

সম্পাদক
জাহ্নবী দাশ ভট্টাচার্য
সঞ্জয় ভট্টাচার্য

ISSN No. 2277-8942

বর্ষ ঃ দশম-একাদশ (যুগ্ম সংখ্যা) ২০১৯-২০২০

সূচি

মনোজ মিত্রের 'পাখি' নাটকে প্রতিফলিত মধ্যবিত্ত সমাজ ঃ একটি বিশ্লেষণাত্মক অধ্যয়ন
সঞ্জয় ভট্টাচার্য,[১] দীপঙ্কর সাহা[২] ৯৮

লোকাচার : হিন্দু বাঙালি সমাজের বিবাহ
রীতা রানী দে ১০৮

প্রাচীন সাহিত্যে দাস্যরস ঃ প্রসঙ্গ বৈদিক সাহিত্য
শেলী দত্ত ১১৯

তারাশঙ্করের গল্পে অন্ত্যজ সমাজ ঃ একটি বিশ্লেষণ
ভরত রায় ১২৮

কোচবিহার জেলার কথ্য ভাষায় শব্দার্থের পরিবর্তন ঃ একটি বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা
শুভাশিস সাহা ১৩৪

জীবনরসের অনন্য নিদর্শন 'বালির ঝড়' ও 'পাহাড়ী ঢল' ঃ একটি বিশেষ অধ্যয়ন
সুজিৎ সরকার ১৪৩

পইঠা
দশম-একাদশ বর্ষ
২০১৯-২০২০

ISSN 2277-8942

প্রাচীন সাহিত্যে দাস্যরস প্রসঙ্গ ঃ বৈদিক সাহিত্য

শেলী দত্ত, গবেষক, গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলা বিভাগ

সারসংক্ষেপ

গৌড়ীয় বৈষ্ণবীয় তত্ত্ব অনুযায়ী ভক্তের রতি পাঁচটি - শম, সেবা, বিশ্বাস, বাৎসল্যতা, মধুরা যা ক্রমে পাঁচটি রসের নিষ্পত্তি ঘটায় - শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর। যা পর্যায়ক্রমে ভক্তের হৃদয়লোকে দানা বাঁধে এবং ভক্ত তাঁর চিরন্তন অবস্থান প্রাপ্ত হন এবং প্রভুর সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্ক স্থাপন করেন। আমাদের আলোচ্য বিষয়টি মুখ্যত ভক্তের দাস্যভাবের অধীন যদিও, একথা উল্লেখ্য যে শান্ত ব্যতীত দাস্যের পরবর্তী তিনটি রসেই (সখ্য, বাৎসল্য, মধুর) দাস্যভাবনা বর্তমান। অতএব দাস্যভাবের সঙ্গে পরবর্তী তিনটি রসেরও যে ভূমিকা থাকবে একথা সহজেই অনুমেয়।

বৈষ্ণব সমাজে দাস্যভাবের এক বিশেষ স্থান রয়েছে। যার প্রত্যক্ষ আভাস 'ভাগবতে'ই আমরা প্রথম পাই ('পাদসেবন', 'বন্দন্', 'সখ্য' ও 'আত্মনিবেদন') তবে এর পরোক্ষ ইঙ্গিত আমাদের প্রাচীন সাহিত্য — বেদ, উপনিষদ, মহাকাব্য, পুরাণ ইত্যাদিতেও রয়েছে। উক্ত আলোচনায় প্রাচীন সাহিত্যের অন্তর্গত বৈদিক সাহিত্যে ভক্তের দাস্য ভাবনার দিকটি প্রস্ফুটিত করার প্রয়াস করা হয়েছে।
বীজ শব্দ ঃ বেদ, উপনিষদ, দাসভাবনা ভারতীয় সংস্কৃতি, আস্থা, চারিত্রিক গুণাবলী।

১. ভূমিকা ঃ

কালোচিত পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে অবিচ্ছিন্ন ধারায় প্রবাহিত ভারতের প্রাচীন সাহিত্যকে আমরা যে কয়টি শ্রেণিতে ভাগ করতে পারি তা হচ্ছে - বেদ ও উপনিষদের সাহিত্য, পুরাণ-সাহিত্য, মহাকাব্য এবং ধ্রুপদী সংস্কৃত সাহিত্য ইত্যাদি। এই সমস্ত সাহিত্যের অনুশীলন পদ্ধতি তথা ভারতীয় ধ্যান ধারণার যে সমস্ত দিকগুলো প্রস্ফুটিত হয় তা মূলতঃ ঈশ্বরকেন্দ্রিক। অর্থাৎ সুপ্রাচীন কাল থেকেই ভারতীয় সভ্যতায় তার সাধনার দিকটি নির্ধারিত ছিল, যার ফলস্বরূপ ভারতীয়রা সেই সুপ্রাচীন কাল থেকেই চারিত্রিক গুণাবলীর বিশেষ কিছু দিককে বিশেষ ভাবে মর্যাদা দিয়েছিলেন। যা পরবর্তীকালে অধ্যাত্ম সাধনার পথে ভক্তের চরিত্রায়ণে বিশেষভাবে প্রভাব ফেলেছে। উল্লেখ্য যে সুপ্রাচীন কাল থেকেই মানুষ সেই স্রষ্টার (ঈশ্বরের) সঙ্গে আত্মিক সম্পর্ক স্থাপন করেই নিজ আরাধনার পথে অগ্রসর হতে চেয়েছেন, পরবর্তী কালে মধ্যযুগে এসে বৈষ্ণবীয় পাঁচটি[১] রসের (শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর) মাধ্যমে ভক্তের এই সম্বন্ধ স্থাপনের অভিব্যক্তি প্রত্যক্ষ ভাবে প্রস্ফুটিত হতে দেখা যায় - 'দাস্যরস' তার মধ্যে অন্যতম কারণ। কারণ এই ভাবনায় আরাধ্যকে

Paitha, (A Socio-Cultural and Literary Peer Reviewed Research Journal), ISSN No.: 2277-8942, September, 2020

Price : ₹ 250/-

পইঠা (Paitha), একটি সামাজিক সাংস্কৃতিক ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা, ISSN No.: 2277-8942, দশম-একাদশ বর্ষ, যুগ্ম সংখ্যা, সেপ্টেম্বর, ২০২০, ঝিলাম দাশ দ্বারা প্রকাশিত এবং রানী পাবলিকেশন, লামডিং-এ মুদ্রিত।